৭৮৬
৯২

নারীদের প্রতি এক কলম

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬/৯২

নারীদের প্রতি এক কলম

pdf By Syed Mostafa Sakib

গোলাম ছামদানী রেজবী
পোঃ - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
বাড়ীর ফোন — ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫
মোবাইল — ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

Rs. 10/-

প্রকাশক ঃ —

মোহাম্মাদ ওরফ্ ইমরান উদ্দিন রেজবী

ইসলাম পুর কলেজ রোড

পোঃ - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ

প্রথম সংস্করণ ঃ — ০১/০১/২০০৬

সংখ্যা ঃ — ২০০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ — নূর পাবলিকেশান্স

অক্ষর বিন্যাসঃ — মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী

গ্রাম ও পোঃ — জরুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ , জেলা - মুর্শিদাবাদ

☞ — মুবাইল — ৯৭৩৩৯৩৬৪৯৪

☞ — মুবাইল — ৯৯৩২৩৫৯৭৬৮

— ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ —

ইম্পিরিয়াল বুক হাউস ঃ —কোলকাতা

রেজা লাইব্রেরী ঃ — নলহাটি, বীরভূম

নূরী অ্যাকাডেমী ঃ — গাড়ীঘাট, মুর্শিদাবাদ

কালিমী বুক ডিপো ঃ — সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ

সাঈদ বুক ডিপো ঃ — দারইয়া পুর, মালদা

মুফতি বুক হাউস ঃ — রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। আরম্ভ করিবার পূর্বে	৩
২। ইসলামে পরদাহ প্রথা	৭
৩। 'পরদাহ' এর শাব্দিক ও ইসলামিক অর্থ	৮
৪। একটি জরুরী মসলা	৯
৫। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা	১০
৬। পরদাহ প্রথার কারণ কি?	১২
৭। হায়েজ ও নিফাসের বিবরণ	১৪
৮। হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নারী	১৭
৯। কিছু উপদেশ মনে রাখিবে	২১

সুন্নী ভাইদের প্রতি

আপনি অবিলম্বে নিম্নের পুস্তকগুলি হাতে করিবার চেষ্টা করিবেন। (ক) 'সম্পদের তিন প্রসঙ্গ, ইহাতে পাইবেন ব্যাংকের সুদ, রেডিও সংবাদে ঈদ ও মাওদূদী সাহেব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। (খ) সেই মূজাহিদে মিল্লাত? এই পুস্তক পাঠে অপনার ঈমানও আক্বীদাহ পাথরের মত মজবুত হইয়া যাইবে। (গ) 'সলাতে মুস্তাফা বা মুন্নী ন্যামাজ শিক্ষা; বাজারী নামাজ শিক্ষার সহিত এই নামাজ শিক্ষাকে এক করিলে চলিবে না। ইহা সম্পূর্ণ হানাফী মালহাবের উপর লেখা। এইগুলি ছাড়াও আমার সমস্ত বই পুস্তক আপনার হাতে থাকা জরুরী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নারীদের প্রতি এক কলম

আরম্ভ করিবার পূর্বে

নারী — তুমি কি জান! তোমাদের পরিচয় কি? তুমি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী, সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী, জোনায়েদ বাগদাদী, বায়জিদ বোস্তামী ও সরকারে বাগদাদ হজরত আব্দুল ক্বাদের জিলানীর ন্যায় আউলিয়ায় কিরামগনের মাতা। তুমি ইমাম বোখারী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মোহাদ্দিস ও ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মোফাস্‌সির এবং ইমাম আবু হানিফা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মোজতাহিদ্গনের মাতা। অনুরূপ তুমি হজরত আবু বাকার সিদ্দিক, হজরত উমার ফারুক, হজরত উসমান গণী ও হজরত আলী হায়দার হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সাহাবাগনের মাতা। এক কথায় তুমি হজরত আদম ও হজরত হাওয়া আলাইহি মাস্‌সালাম ছাড়া সমস্ত মানব জাতির মাতা। আল্লাহ পাক তোমার মধ্যে নবুওয়াত ও রিসালাত দান করেন নাই। কিন্তু তোমাকে নবী ও রসুলগনের মাতা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তুমি নবীদিগের সরদার, রাসুলদিগের তাজদার, আল্লাহ তায়ালার আখিরী পয়গম্বর আহমাদ মুজতাবা মোহাম্মাদ মোখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মাতা।

নারী — তুমি কি জান! তোমার সম্পর্কে জগৎ বাসীর একাংশ কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন? ইউরোপের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, ৫৭৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপিও দার্শনিকগন নারী সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "সর্পদংশনের চিকিৎসা সম্ভব কিন্তু নারী দংশনের চিকিৎসা সম্ভব নয়। ইহারা আমাদের শান্তি কাড়িয়া নিয়া থাকে এবং আমাদের আত্মাকে চঞ্চল করিয়া রাখে"।

সুবিখ্যাত দার্শনিক সাকরাত বলিয়াছেন যে, "আমি দর্শন শাস্ত্রের যে বিষয়ে গবেষনা করিয়াছি সে বিষয়ের গভীরে পৌঁছিয়া উহা সহজে বুঝিয়া নিয়াছি। কিন্তু আজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর্যন্ত নারীর স্বভাব বুঝিতে পারিলাম না। যদি পৃথিবীতে নারীর অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী শান্তিময় ও নিরাপদ স্থান হইত। ভাগ্যহীনা নারী পৃথিবীর শান্তিকে ধ্বংস করিয়াছে''।

ইউহানা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ''নারী একটি ক্ষতিকারক রক্ত পিপাসু পশু। বাঘের আক্রমন এবং সাপের দংশন হইতে যত মানুষ ধ্বংস না হইয়া থাকে, উহা অপেক্ষা বেশি নারীর চক্রান্তে মানুষ ধ্বংস হইয়া থাকে। বিছা অপেক্ষা বেশি নারীকে ঘৃনা করা উচিৎ''।

টমাস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ''নারী একটি ক্ষতিকারক অজগরের মত। উহাকে প্রতিরোধ করা সহজ নয়। নারী একটি শয়তানী যাদু, যাহার ক্রিয়া হইতে বাঁচা কঠিন। নারী বাহিহ্যিক একটি ফুল কিন্তু উহার চারীদিকে অগনিত কাঁটা''।

৫৯৩ খৃষ্টাব্দে চীনের চিন্তাবিদগন নারী সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ''পুরুষের তুলনায় নারী অত্যন্ত বদমাইশ''।

অসীম বিন শরীক তাঁহার সফরনামাতে লিখিয়াছেন, ''৫৯২ খৃষ্টব্দে চীন দেশের নিয়ম ছিল যে, বিবাহের পর কন্যার পিতা প্রথমেই রেশমের চাবুক দিয়া কন্যাকে মারিত। ইহার পর চাবুকটি দামাদকে দিয়া বলিত, এই চাবুক সর্বদা কাজে লাগাইবে''।

৬১২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে নারীর কোন সম্মান ছিলনা। উত্তরাধীকারী সুত্রে নারী কিছু পাইতনা। নারীকে শিক্ষা দেওয়া অপরাধ মনে করা হইত।

মনুজী নারী সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ''নারী আদৌ নির্ভরশীল নয়''।

নারী — তুমি কি অতীত ভূলিয়া গিয়াছ? রাজা মহারাজারা তোমাকে জুয়া খেলাতে হারিয়া যাইত। ঋ ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে বন্ধক রাখিত। ৫৭১ খৃষ্টাব্দে বেদ্বীন বৃটেনবাসীরা তোমার আকৃতিতেলাবন্যের অভাব ঘটিলে তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিত। ভারতের বর্বরেরা তোমাকে জীবিত অবস্থায় নিষ্ঠুর ভাবে আগুনে পুড়াইয়া দিত। আরবের অসভ্যরা নির্দয় হইয়া তোমাকে জ্যান্ত কবরস্থ করিয়া দিত। পৃথিবীতে তুমি সব চাইতে অত্যাচারিতা ও অসহায়া। তোমার সাহায্যকারী বলিতে কেহই ছিলনা। দুর হইতেও তোমার দুঃখের কথা কেহ চিন্তা করে নাই। ঠিক এই সংকটময় মুহুর্তে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নারীদের প্রতি এক কলম

রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া তোমার সাহায্যকারী হিসাবে হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে রহমা তুল্লিল আ'লামীন করিয়া প্রেরণ করিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শান্তির সুর্য্য হইয়া মরুময় মক্কা হইতে যখন উদয় হইলেন, তখন ধীরে ধীরে শান্তি বানী সূর্য্যের কিরণের ন্যায় পৃথিবীর সর্বত্রে ছড়াইয়া পড়িল। তখন তুমি স্বস্তির স্বাশ ফেলিলে। তোমার ভাগ্য চমকাইয়া গেল। জালেমের জুলুম ও অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে তুমি নিরাপদ হইয়া গেলে।

নারী — তুমি কি জান! ইসলাম তোমাকে কি দান করিয়াছে? ইসলাম নর অপেক্ষা নারীর সম্মান দ্বিগুন নয়, বরং তিন গুন করিয়া দিয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, ''জনৈক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন — ইয়া রাসুলাল্লাহ! পিতা মাতার মধ্যে কাহার হক্ক বেশি? হুজুর বলিলেন — তোমার মাতার। আবার জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর বলিলেন — তোমার মাতার। আবার ঐ প্রশ্ন করা হইলে হুজুর বলিলেন — তোমার মাতার। চতুর্থবারে হুজুর বলিলেন — তোমার পিতার''। অনুরূপ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, ''মাতার পদতলে জান্নাত''। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরো বলিয়াছেন — ''যে মোমিনের তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বহিন হইবে এবং সে উহাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে খোদার ফজলে অবশ্যই জান্নাতে যাইবে''।

ইসলাম নারীর অংশ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। যথা, নারী উত্তরাধীকারী সুত্রে নিজের পিতা, পুত্র, কন্যা ও ঘনিষ্ঠ আত্বীয় এবং স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাইবে। কেবল ইহাই নয়, ইসলাম নারীকে মোহরের মালিক করিয়া দিয়াছে এবং উহার খোরাক ও পোষাকের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পন করিয়া দিয়াছে। যদিও ইসলাম বিশেষ কারণে নারীর উপর নরের নেতৃত্ব দান করিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গেই নরের উপর নারীর বহু অধিকার দিয়াছে। ইসলাম নারীর জন্য শিক্ষা দীক্ষার দরওয়াজা খুলিয়া দিয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নর ও নারী উভয়ের উপর বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ করিয়া দিয়াছেন''। কেবল ইহাই নয়, হুজুর দাসীকে পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার প্রেরণা দিয়াছেন। যথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি নিজে দাসীকে শিক্ষা দান করিবে এবং উহাকে আজাদ করিয়া দিয়া বিবাহ করিবে, সে দ্বিগুন সওয়াব পাইবে। মোট কথা, জগৎ যখন নারীকে জুতার মূল্যে ব্যবহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিতে রাজী ছিলনা, তখন ইসলাম নারীকে মাথার তাজ রুপে তুলিয়া নিয়াছে। কিন্তু এই ইসলামের কাছে শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিবার কারণে নারীকে কেবল পথে নয়, পতিতালয়ে পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। সে জগৎ মাতা হইয়াও জগতের মমতা না পাইয়া কেবল ভোগ্য বস্তু হিসাবে ব্যবহার হইতেছে। সোনা অপেক্ষা পানির মূল্য কম নয়। পানি না হইলে প্রাণ বাঁচিবে না। কিন্তু পানির প্রাচুর্যতার কারণে যেখানে সেখানে পানি পাওয়া যাইবার কারণে, পানির যথার্থ মূল্য কেহ দেয় না। অনুরূপ নারীর মূল্য কিছু কম ছিলনা। কিন্তু সে তাহার মূল্য বোধ হারাইয়া সর্বত্রে নরের পাশে গিয়া নিজেকে বেদামী ও কম দামী করিয়া ফেলিয়াছে। নর বিনা সাধনায় সহজে পাইয়া যেনতেন প্রকারে ভোগ করিয়া আমের আঁটির ন্যায় নারীকে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। নারী এখন দিশেহারা। কেহ তাহার জন্য কবর খুঁড়িতেছেনা। সে নিজেই তাহার কবর খনন করিতেছে। কেহ তাহাকে আগুনে পুড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেনা। সে নিজের আগুনে নিজেই দগ্ধ হইতেছে। কেহ তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছেনা। সে নিজেই আত্ম হত্যা করিতেছে।

নারী — তুমি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ। এখনও সাবধান হইবার সময় রহিয়াছে। ইসলাম তোমাকে যথার্থ সম্মান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। আশা করি তুমি ইসলামের কাছে আনুগত্ব স্বীকার করতঃ শরীয়তের সংবিধান মোতাবিক জীবন যাপন করিবে। কিন্তু আমার সময়ের অভাবে এই কলমে খুব বেশি কিছু আলোচনা করা সম্ভব হইবেনা। ইনশাআল্লাহ আগামীতে তোমার হাতে একটি 'ইসলামী ডায়রী' তুলিয়া দিব।

ইতি —
গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামে পরদাহ প্রথা

নারী — যেহেতু তুমি 'কালেমায়' বিশ্বাসী অর্থাৎ আল্লাহ কে এক মানিয়া ও হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে আল্লাহর রাসুল জানিয়া এবং কোরয়ানকে আল্লাহর কেতাব বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক, সেহেতু তোমার ব্যপারটি সম্পূর্ণ সতন্ত্র। পৃথিবীর কোন নারীর সঙ্গে তোমার তুলনা হইবেনা। তুমি ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য। ইসলাম তোমাকে পর্দার মধ্যে রাখিয়া সম্মান দিতে চাহিয়াছে। পৃথিবীতে অগনিত বড় বড় মসজিদ রহিয়াছে। সবই উলঙ্গ রহিয়াছে। কাহার উপর পর্দার ব্যবস্থা করা হয় নাই। একমাত্র কাবা শরীফকে গেলাফ দিয়া ঢাকিয়া পর্দা করা হইয়াছে। অনুরূপ পৃথিবীতে একমাত্র কোরয়ান শরীফকে জুজদানে ঢাকিয়া পর্দা করা হইয়াছে। নিশ্চয় কাবা ও কোরয়ানকে পর্দার ব্যবস্থা করিয়া অসম্মান করা হয় নাই। বরং সম্মান করা হইয়াছে। পৃথিবীতে কোন ধর্ম নারীকে পরদায় রাখিবার ব্যবস্থা করে নাই। একমাত্র ইসলাম মুসলিম নারীকে পরদার ব্যবস্থা করিয়া সম্মান দান করিয়াছে। কাবা শরীফের উপর গেলাফ রাখিয়া এবং কোরয়ান শরীফকে জুজদানে ভরিয়া ইসলাম ঘোষণা করিয়াছে যে, কাবা সর্ব শ্রেষ্ঠ মসজিদ ও কোরয়ান সর্ব শ্রেষ্ঠ কিতাব। অনুরূপ ইসলাম পরদার ব্যবস্থা করিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের পক্ষ হইতে মুসলিম মহিলাদের সর্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কোন কপটের কথায় মুসলিম মহিলার বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

মীযান, গতি, আহলে হাদীস ও বাংলা দেশের মাসিক মদীনা প্রভৃতি কাগজগুলি সুন্নীদের নয়। যদি কেবল সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য পড়িতে হয়, তাহাহইলে খবরদার! ঐ কাগজগুলি থেকে মসলা গ্রহন করা জায়েজ হইবেনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'পরদাহ' এর শাব্দিক ও ইসলামিক অর্থ

নারী — তুমি কি জান! 'পরদাহ' শব্দের আভিধানিক ও ইসলামীক অর্থ কি? 'পরদাহ' শব্দটি উর্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যবহার হইয়া থাকে। উহার বাংলা অর্থ 'আবরণ' বা 'আড়াল'। পবিত্র কোরয়ান শরীফে 'পরদাহ্' অর্থে 'হিজাব' শব্দ আসিয়াছে। 'পরদাহ' শব্দের ইসলামিক অর্থ হইল, পর পুরুষ হইতে নারীর আবরণে বা আড়ালে থাকা। মুসলিম মহিলাদের পরদাহ করা ফরজ। সুরায় 'নূর' ও 'আহযাব' এর মধ্যে পরদাহ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। যথা, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন— "তোমরা নিজ নিজ ঘরের মধ্যে থাক। বেপরদাহ্ হইয়া বাহির হইবেনা। যেমন অন্ধকারময় যূগে নারীরা বেপরদাহ্ হইয়া বাহির হইত"। কোরয়ান শরীফে এই প্রকার আরো বহু নির্দেশ আসিয়াছে। জামানায় জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যূগে আরব দেশে মহিলারা অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া বেপরদায় হাটে বাজারে ও মেলা উৎসবে যাইত। ইসলাম এই বেপরদাহ্ ও নির্লজ্জতার ঘোর বিরোধীতা করতঃ মুসলিম মহিলাকে বাড়ির মধ্যে পরদাহ্ সহকারে থাকিবার নির্দেশ করিয়াছে। অবশ্য পরদাহ্ সহকারে বাড়ির বাহিরে যাইতে পারিবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — "নারী পরদায় থাকিবার জিনিষ। যখন সে বেপরদাহ্ হইয়া বাহির হয়, তখন শয়তান তাহাকে বার বার দেখিতে থাকে"।

যে সমস্ত পুরুষের সহিত কোন সময়ে বিবাহ জায়েজ নয়, তাহাদের নিকট পরদাহ করিতে হইবেনা। যথা — বাপ, চাচা, দাদা, নানা, ভাই ও ভাইপো প্রভৃতি। ইহাদের নিকট পরদাহ্ করা জরুরী নয়। যে সমস্ত পুরুষের সহিত বিবাহ করা জায়েজ, তাহাদের থেকে পরদাহ করা ফরজ। যথা — চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই ও দেবর প্রভৃতি। ইহাদের সহিত বিনা পরদায় সাক্ষাত করা বা কথা বলা হারাম। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম 'দেবর কে মৃত্যু' বলিয়াছেন। অর্থাৎ দেবর নারীর জন্য মৃত্যু তুল্য। যেমন মানুষ মরণ হইতে দুরে পলায়ন করিয়া থাকে, তেমনই দেবর হইতে নারীর দুরে থাকা উচিৎ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি জরুরী মসলা

কাফের, মোশরেকদের মহিলা হইতে পরদা করা জরুরী। অনুরূপ যে সমস্ত মুসলিম মহিলা বেপরদা হইয়া সর্বত্রে যাওয়া আসা করিয়া থাকে এবং পুরুষের সঙ্গে অবাধে উঠা বসা করিয়া থাকে, উহাদের থেকেও পরদা করা জরুরী। কারণ, উহারা পুরুষে গণ্য হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ পীরের সম্মুখে বেপরদায় যাওয়া অথবা সরাসরি হাতে হাত রাখিয়া মুরীদ হওয়া হারাম। হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইন্তেকালের পর যে ঘরে তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছিল, সেই ঘরে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বিনা পরদায় প্রবেশ করিয়া জিয়ারত করিতেন। অনুরূপ ঐ ঘরের মধ্যে যখন হজরত আবু বাকার সিদ্দিককে দাফন করা হইল তখনও হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বিনা পরদায় প্রবেশ করিয়া জিয়ারত করিতেন। কারণ, হজরত আয়শার সাহিত হুজুরের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক। অনুরূপ হজরত আবু বাকারের সহিত হজরত আয়েশার বাপ বেটির সম্পর্ক ছিল। যাহাদের নিকট পরদা জরুরী নয়। কিন্তু যেদিন হইতে হজরত উমার ফারুক ঐ ঘরের মধ্যে সমাধিস্থ হইলেন, সেদিন হইতে হজরত আয়েশা ঐ ঘরের মধ্যে বিনা পরদায় প্রবেশ করিতেন না। কারণ, হজরত আয়েশার নিকট উমার ফারুক হইলেন পর পুরুষ। আল্লাহু আকবার!

'সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ'

এই বইটি আপনার আজই সংগ্রহ করিবার মত। ইহাতে পাইবেন ব্যাঙ্কের সূদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। আর ইহাতে মাওদূদী সাহেব বা জামায়াতে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। আশা করি বইটি পাঠ করিলে আপনার কাছে দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হইয়া যাইবে যে, মাওদূদী সাহেব গোমরাহ ছিলেন এবং জামায়াতে ইসলামী গোমরাহী পথে চলিতেছে। অনুরূপ বইটির মধ্যে ঈদের চাঁদ প্রসঙ্গে উক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞান ভিত্তিক এমনই আলোচনা রহিয়াছে যে, ইহা পাঠ করিলে ঈদের সময় আপনার মধ্যে কোন প্রকার বিভ্রান্তি থাকিবেনা। সূতরাং অবিলম্বে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা

নারী — তুমি কি জান! হজরত আয়েশা কে? হজরত আয়েশা সিদ্দিকা হইলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সর্বশেষ স্ত্রী। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মোমিনদিগের মোহতারমা মাতা। কয়েক লক্ষ হাদীসের কণ্ঠস্থ কারিণী। তিনি শরীয়ত সম্পর্কে এতই গভীর জ্ঞান রাখিতে যে, বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম পর্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে মসলা জানিয়া লইতেন। তাঁহার সম্পর্কে পবিত্র কোরয়ান শরীফে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। হজরত আয়শা মাত্র ছয় বৎসর বয়সে রাসুলুল্লাহর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। যখন তিনি ১৮ বৎসর বয়সে পৌঁছিয়া পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়া ছিলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়া ছিলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঈবাদাত উপাসনাতে ও দ্বীন ইসলামের খিদমাতে লিপ্ত ছিলেন।

নারী — সত্য করিয়া বল, হজরত আয়শা সিদ্দিকা কি তোমার অপেক্ষা জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে কম ছিলেন। কখনই না। বর্তমান বিশ্বে হজরত আয়শার তুলনায় কি একজন নারীকে পাওয়া সম্ভব হইবে? আদৌ নয়। এই বার বিবেচনা করিয়া বল, হজরত আয়শার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলা কি উচিৎ নয়? নিশ্চয় তুমি হজরত আয়শার মানষিকতা সম্পর্কে অবগত হইয়াছ যে, তিনি আল্লাহ ও রাসুলকে এতই ভয় করিতেন এবং ইসলামের নিকট এমনই আনুগত্ব স্বীকার করিয়া ছিলেন যে, পর পুরুষের কবরকেও পরদা করিয়া ছিলেন। আজ তুমি শিক্ষার নামে পায়ে হাঁটিয়া নয়, সাইকেলে চাপিয়া, পুরুষের পিছনে নয়, পাশে পাশে পাল্লা দিয়া স্কুল কলেজে যাইতেছ।

ইসলাম বিদ্যা শিক্ষা ফরজ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভ ফরজ করে নাই। আজ পর্যন্ত তুমি কোরয়ান শরীফ পাঠ করা শিখিলেনা। নামাজ কি প্রকারে পড়িতে হয়, তাহাও জানিলেনা। নিজের দেহকে পবিত্র করিবার নিয়মও তোমার জানা নাই। এক কথায় ইসলামী জীবন তোমার কাছে কিছুই নয়। কেবল আছে তোমার নিকট বিলাশিতা ও আধুনিকতা। তবে এটা কেবল তোমার দোষ নয়। প্রকৃত পক্ষে তোমার পিতার দোষ ও তোমার পরিবেশের দোষ। তোমার পিতা কোন দিন তোমার সম্মুখে ইসলামী চর্চা করেন নাই। তোমাকে নামাজ পড়িতে আদেশ দেন নাই। তোমাকে কোরয়ান শরীফশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। উপরন্তু তোমাকে গান বাজনা শুনাইবার জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং নায়ক নায়িকার ভঙ্গিমা দেখাইবার জন্য টি, ভি, আনিয়া দিয়াছেন। তুমি তোমার প্রতিবেশি হিন্দু মুসলিম যুবকদের সহিত টি, ভি, দেখিতেছ। এই প্রকারে তোমার কমল চরিত্র কলঙ্ক হইতে চলিয়াছে। মনে কিছু না করিয়া কেবল মনে রাখিবে — শরীয়তের সীমা লংঘন করিলে তোমার কপালে সিঁদুর উঠিতেও পারে। দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, শরীয়তকে শলীল সমাধি করিবার কারণে শত শত নারীর কপালে সিঁদুর চমকাইতেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার ফৌজদারী কোর্টের জনৈক উকিলের সুশিক্ষিতা কন্যার কপালে সিঁদুর উঠিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থানার অন্তর্গত এক হাজী পরিবারে ইঞ্জিনিয়ারের উচ্চ শিক্ষিতা কন্যা কপালে সিঁদুর তুলিয়াছে। অনুরূপ মুর্শিদাবাদ, দৌলাতাবাদ থানার অন্তর্গত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিঁদুর গ্রহন করিয়াছে। যাহাদের কন্যারা অমুসলিম সংসারে আবদ্ধ হইয়া সিঁদুরে সাজিয়া পূজা অর্চনাতে জীবন যাপন করিতেছে। তাহারা কিন্তু সবাই একই মানষিতার মানুষ নয়। অনেকেই কন্যার কপালে সিঁদুর দেখিয়া আনন্দিত। অনেকেই দুঃখে জর্জরিত। আবার অনেকেই মনে মনে মর্মাহত হইয়া রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তোমার স্বরণ রহিয়াছে! আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল। ভারত বর্ষের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নারীদের সম্পর্কে এক মন্তব্যে বলিয়াছিলেন — "নারীদের অন্তরালে ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ"। (পত্রিকার ঐ অংশটুকু সম্ভবতঃ আমার ফাইলে রহিয়াছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কাছে না থাকিবার কারণে তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হইলনা।) যদিও কয়েকটি নারী সংস্থা ও কিছু কপট মানুষের চাপে মহা মাননীয় বিচারপতি ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ভারত বর্ষের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কি পাগল, না খাম খেয়ালী? নিশ্চয় তিনি শান্ত মস্তিস্কে গভীর চিন্তা করিবার পর ঐ প্রকার মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনুরূপ বৃটিশ প্রীয়ডে জনৈক খৃষ্টান জজ্ জনৈকা মহিলার মানহানীর কেশে রায় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন — হজরত মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যে পরদার কথা বলিয়াছেন, সেই পরদার মধ্যে মহিলাটিকে এক বৎসর থাকিতে হইবে। নারী তুমি চিন্তা করিয়া বল — যদি একজন অমুসলিম হিন্দু ও খৃষ্টান তোমাকে অন্তরালে — পরদাতে থাকিবার আদেশ নির্দেশ করেন, তাহা হইলে কেমন করিয়া তোমার উকিল ও ইঞ্জিনিয়ার পিতা তোমাকে অর্দ্ধুলঙ্গ করিয়া যুবকদের সহিত অবাধে মিশিবার অনুমতি দিয়া থাকেন? তাই প্রথম দায়ী তোমার পিতা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরদাহ প্রথার কারণ কি?

নারী — তোমার সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলামের কোন বিধানের উপর প্রশ্ন রাখিবার মৌলিক অধিকার কাহারো নাই। কিন্তু মানিয়া চলিতে সবাই বাধ্য। প্রত্যেক কোম্পানি নতুন কোন জিনিষ আবিষ্কার করিয়া বাজারে ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহার ব্যবহারের বিধান ও নিয়মাবলী সম্পর্কে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রাহক নিজ পয়সায় কোম্পানির জিনিষ ক্রয় করিলেও কোম্পানির নির্দেশ অনুযায়ী জিনিষটি ব্যবহার করিতে বাধ্য। অন্যথায় জিনিষটি দীর্ঘ মেয়াদী হইবেনা। যথা সময়ের পূর্বে নষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ, কোম্পানি যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা সম্পর্কে কোম্পানী ভালই জ্ঞাত। সাধারণ মানুষ কোম্পানীর নিকট হইতে নিয়ম জানিয়া লইবে, কিন্তু কারণ জানিতে চাহিবেনা। বিনা উদাহরণে বলিতেছি, যেমন আল্লাহ তায়ালা নর এবং নারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন উহাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি ও নিয়মাবলী বলিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক নর ও নারী খোদায়ী আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলিতে বাধ্য। আদেশ ও নিষেধের পিছনে কি কারণ রহিয়াছে তাহা জানা জরুরী নয়।

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে আবাদ করিবার জন্য মানব জাতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। একটি নর অপরটি নারী। যদিও রক্ত মাংসের দিক দিয়া নর ও নারীর মধ্যে বাহ্যিক কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু দৈহিক কাঠামোতে উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। অনুরূপ উহাদের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। আল্লাহ তায়ালা নরের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা নারীর উপর করেন নাই। অনুরূপ নারীকে যে দায়িত্ব দিয়াছেন, তাহা নরকে দেন নাই। নর ও নারী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবে। যদি একে অপরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে জীবন যাপনের পথে বহু ব্যাঘাত ঘটিবে। আল্লাহ তায়ালা নরের উপর 'নবুওয়াত' ও 'রিসালাত' এর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। কোন নারীর উপর নয়। এক লক্ষ অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রত্যেকেই নর ছিলেন। কোন নারী নবী হইতে পারেন নাই। অনুরূপ আল্লাহ সংসার জীবনে উপার্জনের দায়িত্ব নরের উপর অর্পণ করিয়াছেন। এই প্রকার আরো বহু দায়িত্ব নরের উপর অপর্ণ করা হইয়াছে। অনুরূপ আল্লাহ পাক নারীর উপর বহু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। যথা — সে সন্তানাদির মাতা হইয়া মমতাময় ব্যবহারে তাহাদের লালন পালনের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিবে। নরের উপার্জনকে রক্ষনা বেক্ষন করিবে।

সংসারের সমস্ত জিনিষের যত্ন নিবে। এই প্রকারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে, দায়িত্ব পালনের জন্য সৎ চরিত্রের প্রয়োজন। বিনা পরদায় কখনও সৎ চরিত্র গঠণ হইতে পারেনা। কারণ, নর ও নারীর মধ্যে প্রভূ প্রদত্ব আকর্ষণ রহিয়াছে। এই আকর্ষণ বৈধ ও অবৈধের পরওয়া না করিয়া পরস্পরকে নিকট বর্তী করিয়া দিতে চায়। আল্লাহ তায়ালা নর ও নারীর চরিত্রকে রক্ষা করিবার জন্য এবং বৈধ ও অবৈধের মধ্যে পার্থক্য করিবার জন্য পরদার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা পরদার একটি বিশেষ কারণ হইল যে, নর ও নারী নিজ নিজ চরিত্রকে হিফাজত করিবার পর শান্তি ও সুষ্ঠভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবে। যে জাতী পরদার পরওয়া করেনা এবং যে দেশে পরদার প্রথা নাই। সেই জাতীর ও সেই দেশের সর্বনাশ হইয়াছে। ভবিষ্যতে তাহাদের পরিনাম আরো ভয়াবহ হইতে চলিয়াছে। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমেরিকা ও ইউরোপের যে সংবাদ আমাদের সামনে আসিতেছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, উলঙ্গ ও অর্ধুলঙ্গ চরিত্রের কারণে ঐ দেশ গুলিতে হাজার হাজার যারজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করিতেছে। তবে ঐ নোংরামীর দিক দিয়া আমাদের দেশ আর খুব বেশি পিছিয়ে নাই। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবাই সমান ভাবে সামনের দিকে আগাইবার চেষ্টা করিতেছে। এখন পর্যন্ত হিন্দু নারীরা এক ধাপ সামনে থাকিলেও শেষ পর্যন্ত মুসলিম নারীরা হয়তো বাজি মাৎ করিয়া দিবে।

নারী — নিশ্চয় তুমি জ্ঞাত রহিয়াছো যে, নাস্তিকরা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। তুমি কেবল নাস্তিকদের ন্যায় মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া থাকেনা, বরং আল্লাহর অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী। এবং মরণের পর প্রতিপালকের দরবারে পাপ ও পূণ্যের প্রতিফল পাইবে বলিয়া বিশ্বাসও করিয়া থাকো। কারণ, তুমি একজন মুসলিম মহিলা। ইসলাম তোমাকে মাতা হইবার মর্য্যাদা দান করিয়াছে। মন্ত্রী হইবার অধিকার প্রদান করে নাই। ইসলাম তোমাকে রাণীরুপে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকিতে বলিয়াছে। রাইফেল ধরিতে বলে নাই। ইসলাম তোমাকে স্বামীর সেবায় আত্ম নিয়োগ করিতে বলিয়াছে। স্বামীর ব্যবসায় তাহার পাশে গিয়া সাহায্য করিতে বলে নাই। তুমি মাতার মর্য্যাদায় সন্তুষ্ট না হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট হইবার স্বপ্ন দেখিতেছ। তুমি স্বামীর সেবা করিতেছ না। স্বামীর সঙ্গে গিয়া তাহার ব্যবসায় সাহায্য করিতেছ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — "যখন নারী নেতৃত্ব করিবে তখন মানুষের জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল"। অনুরূপ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, "কিয়ামতের প্রাক কালে স্ত্রী স্বামীর ব্যবসায় সাহায্য করিবে"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হায়েজ ও নিফাসের বিবরণ

প্রত্যেক বালেগা নারীর দেহে জন্মগত ভাবে প্রয়োজনের অধিক কিছু রক্ত পয়দা হইয়া থাকে। গর্ভ অবস্থায় ঐ রক্ত সন্তানের খাদ্য হইয়া যায়। সন্তান প্রসবের পর তাহা দুধে পরিণত হইয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ রক্ত দেহ হইতে যথা সময়ে ঠিকমত বাহির না হইলে বিভিন্ন প্রকার রোগ হইয়া যায়।

মসলা — স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর লিঙ্গ হইতে যে রক্ত বাহির হয়, উহাকে 'হায়েজ' বলা হয়। সন্তান হইবার পর যে রক্ত বাহির হয়, উহাকে 'নিফাস' বলা হয়। রোগের কারণে যে রক্ত বাহির হয়, উহাকে 'ইস্তেহাজা' বলা হয়।

মসলা — 'হায়েজ' কমপক্ষে তিন দিন রাত্রি অর্থাৎ পূর্ণ বাহাত্তর ঘন্টা। ইহার সামান্য পূর্বে রক্তবন্ধ হইয়া গেলে হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবেনা বরং উহাকে ইস্তেহাজা বা রোগ বলা হইবে। হায়েজের অধিক সময় দশ দিন দশ রাত। যদি দশ দিন রাতের অধিক রক্ত আসে এবং যদি এটাই নারীর জীবনের প্রথম বার হয়, তাহা হইলে দশ দিন হায়েজ ধরিতে হইবে এবং দশ দিনের পর যে রক্ত আসিয়াছে উহা ইস্তেহাজা বা রোগ বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি ইহার পূর্বে নারীর হায়েজ হইয়া থাকে এবং দশ দিনের কম হইবার অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে অভ্যাসের অতিরিক্ত যে রক্ত আসিবে উহা ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে। উদারণ স্বরূপ বলিতেছি — কোন নারীর প্রত্যেক মাসে পাঁচদিন করিয়া হায়েজ হইবার অভ্যাস ছিল। কিন্তু এইবারে দশ দিন হইয়া গেল, তাহা হইলে পূর্ণ দশদিন 'হায়েজ' বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি এই প্রকার হয় যে, প্রত্যেক মাসে পাঁচ দিন হইবার অভ্যাস ছিল কিন্তু এইবার ১২ দিন হইয়া গেল, তাহা হইলে পাঁচ দিন 'হায়েজ' এবং সাত দিন ইস্তেহাজা বা রোগ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি নারীর কোন নিয়ম না থাকে বরং কোন মাসে পাঁচ দিন, কোন মাসে ছয় দিন হইয়া থাকে। কিন্তু এই মাসে সাত দিন অথবা আট দিন হইয়াছে, তাহা হইলে বর্তমান মাসের পূর্বের হায়েজটি যদি পাঁচ দিন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্তমান মাসের হায়েজটি পাঁচ দিন ধরিতে হইবে। বাকী দিনগুলি ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে। অনুরূপ বর্তমান মাসের পূর্বের হায়েজটি যদি ছয় দিন হইয়া থাকে, তাহ হইলে বর্তমান মাসের হায়েজটি ছয় দিন ধরিতে হইবে। বাকী দিনগুলি ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা — কমপক্ষে নয় বৎসর বয়স হইতে হায়েজ আসা আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহার পূর্বে রক্ত আসিলে উহা ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে। হায়েজ পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত চলিতে পারে। ইহার পরে রক্ত দেখা দিলে উহা ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য কোন নারীর পঞ্চান্ন বৎসর পর পূর্বের ন্যায় খাঁটি রক্ত আসিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে।

মসলা — দুই হায়েজের মাঝখানে কমপক্ষে ১৫ দিনের ব্যবধান হওয়া জরুরী। ১৫ দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে রক্ত আসিলে উহা ইস্তেহাজা বা রোগ বলিয়া গণ্য হইবে।

মসলা — হায়েজের রক্ত কয়েক প্রকারের হয়। যথা — কালো, লাল, সবুজ, হলুদ, কালসে ও মেটে। খাঁটি সাদা রঙের রসানী হায়েজ নয়।

মসলা — নিফাসের কম সময়ের কোন নিয়ম নাই। সন্তান প্রসবের পর আধ ঘন্টা রক্ত আসিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এমতাবস্থায় মাত্র আধ ঘন্টাই 'নিফাস' বলিয়া গণ্য হইবে। নিফাসের অধিক সময় হইল চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন পর যে রক্ত আসিবে উহা ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে।

মসলা — যদি নারীর পূর্বে সন্তান হইয়া থাকে এবং নিফাসের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে, তাহা হইলে পূর্বের অভ্যাসটি নিফাস ধরিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্বে যত সন্তান হইয়াছে। প্রত্যেক বারে নিফাসের রক্ত ৩০ দিন করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এইবারে ৪৫ দিন রক্ত আসিযাছে। এমতাবস্থায় ৩০ দিন নিফাস এবং ১৫ দিন ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে।

মসলা — নিফাস ও হায়েজের মাঝখানে কমপক্ষে ১৫ দিনের ব্যবধান হওয়া জরুরী। অর্থাৎ নিফাসের রক্ত বন্ধ হইবার ১৪ দিন পর রক্ত আসিলে উহা ইস্তেহাজা বলিয়া ধরিতে হইবে। আর যদি ১৫ দিন পর রক্ত আসে, তাহা হইলে হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা — সন্তান প্রসবের পূর্বে অথবা সন্তান অর্ধেকের বেশি বাহির হইবার পূর্বে যে রক্ত বাহির হইয়াছে। উহা নিফাসে গণ্য হইবেনা বরং ইস্তেহাজা ধরিতে হইবে।

মসলা — পেট থেকে বাচ্চা কাটিয়া বাহির করিতে হইলে, কাটা বাচ্চা অর্ধেকের বেশি বাহির হইবার পর হইতে যে রক্ত আসিবে উহা 'নিফাস' বলিয়া গণ্য হইবে।

মসলা — সন্তান নষ্ট হইয়া যাইবার অবস্থায় যদি উহার অঙ্গ যথা — হাত, পা, আঙ্গুল প্রভৃতি তৈরী হইয়া যায়, তাহা হইলে যে রক্ত বাহির হইবে। উহা নিফাস বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি কোন প্রকার অঙ্গ প্রতঙ্গ তৈরী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে রক্ত বাহির হইবে যদি উহা তিন দিন তিন রাত থাকে, তাহা হইলে উহা 'হায়েজ' বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি তিন দিনের পূর্বে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা 'ইস্তেহাজা' বলিয়া গন্য হইবে।

মসলা — জোড়া সন্তান প্রসব হইলে এবং দুইটির মাঝখানে ছয় মাসের কম ব্যবধান থাকিলে প্রথমটির প্রসবের পর হইতে যে রক্ত বাহির হইবে, উহা 'নিফাস' বলিয়া গন্য হইবে। দ্বিতীয়টি যদি ৪০ দিনের মধ্যে প্রসব হয়, তাহা হইলে প্রথমটির পর হইতে ৪০ দিনের পর প্রসব হইলে, উহার পর যে রক্ত বাহির হইবে উহা 'ইস্তেহাজা' বলিয়া গন্য হইবে। যদি দ্বিতীয়টি ছয় মাস পর প্রসব হয়, তাহা হইলে উহার পর হইতে যে রক্ত বাহির হইবে উহা 'নিফাস' বলিয়া গন্য হইবে।

মসলা — ৪০ দিনের মধ্যে কখনো রক্ত আসিয়াছে আবার কখনো বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ঐ প্রকার রক্ত আসিবার এবং বন্ধ হইবার মাঝখানে যদি ১০/১৫ দিনের ব্যবধান হইয়া যায়, তবুও উহা 'নিফাস' বলিয়া গন্য হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নারী

হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নামাজ পড়া এবং রোজা রাখা হারাম। ঐ দিনগুলির নামাজ মাফ। উহার কাজাও করিতে হইবেনা। অবশ্য অন্য সময়ে রোজার কাজা করিয়া দেওয়া ফরজ। হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় কোরয়ান শরীফ পাঠ করা হারাম। দেখিয়া ও না দেখিয়া কোন অবস্থায় জায়েজ নয়। অনুরূপ কোরয়ান শরীফ ধরাও হারাম। অবশ্য জুজদানের মধ্যে থাকিলে ধরায় দোষ নাই।

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় কোরয়ান শরীফ ছাড়া সমস্ত দোয়া, দরুদ, কালেমা শরীফ প্রভৃতি পাঠকরিতে পারিবে।

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় প্রত্যেক নামাজের অয়াক্তে অজু করিয়া যতক্ষন নামাজ পড়িতে সময় লাগে ততক্ষন সময় পর্যন্ত দোয়া দরুদ ইত্যাদি পাঠ করা মুস্তাহাব। ইহাতে অভ্যাস ঠিক রহিয়া যায়।

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় সঙ্গম করা হারাম। এমন কি ঐ অবস্থায় নারীর নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত যে কোন অংশে ছোঁয়া হারাম। অবশ্য হাঁটুর নিচে ও নাভীর উপর ছোঁয়া অথবা চুম্বন দেওয়া জায়েজ।

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় মসজিদে যাওয়া হারাম। অবশ্য যদি চোর, ডাকাত অথবা কোন হিংস্র জন্তুর ভয়ে বাধ্য হইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে কোন দোষ হইবেনা। কিন্তু তায়াম্মুম করিয়া যাওয়া উচিৎ। হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় মসজিদের বাহিরে থাকিয়া হাত বাড়াইয়া মসজিদের ভিতর কোন জিনিষ রাখিলে অথবা মসজিদ হইতে কোন জিনিষ লইলে কোন দোষ নাই।

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় কাবা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করা হারাম। অনুরূপ কাবা শরীফের বাহির থেকেও তোওয়াফ করা হারাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় স্ত্রীকে নিজের বিছানায় শোয়াইলে উত্তেজনা বাড়িয়া যাইবে অথবা নিজেকে আয়ত্ব করিতে পারিবেনা বলিয়া আশঙ্কা হইলে স্ত্রীকে পৃথক রাখা একান্ত জরুরী। আর যদি স্ত্রী ঐ অবস্থায় বিছানায় রাখিলে সঙ্গম করিয়া ফেলিবার পূর্ণ আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে নিজ বিছানায় শোয়ানো হারাম ও গোনাহ হইবে।

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় সঙ্গম করা হালাল জানিলে কাফের হইয়া যাইবে। হারাম জানিয়া সঙ্গম করিলে গোনহগার হইবে। উহার প্রতি তওবা করা ফরজ। হায়েজ ও নিফাসের প্রথম দিকে সঙ্গম করিয়া ফেলিলে এক দিনার এবং শেষের দিকে সঙ্গম করিয়া ফেলিলে অর্ধ দিনার দান করা মুস্তাহাব।

মসলা — রোজার অবস্থায় হায়েজ ও নিফাস আরম্ভ হইয়া গেলে রোজা নষ্ট হইয়া যাইবে। রোজা ফরজ হইলে কাজা করা ফরজ হইবে। রোজা নফল হইলে কাজা করা অয়াজিব হইবে।

মসলা — নিফাসের অবস্থায় নারীর আঁতুর ঘর হইতে বাহির হওয়া জায়েজ। অনুরূপ হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নারীকে নিজের সহিত খাওয়ানো এবং উহার ঝুঁটা খাওয়ায় কোন দোষ নাই। অনেক স্থানে নির্বোধ নারীরা হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নারীর সমস্ত জিনিষ পত্র আলাদা করিয়া দিয়া থাকে এবং উহাদের জিনিষ গুলিকে এমন কি হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নারীকেও পর্যন্ত নাপাক মনে করিয়া থাকে। ইহা একেবারে ভুল এবং অমুসলিমের প্রথা। অধিকাংশ নারীরা নিফাসের রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবার পরও ৪০ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়া আরম্ভ করেনা। ইহা সম্পূর্ণ মুর্খামী। শরীয়তের নির্দেশ ইহাই যে, যখন নিফাসের রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে তখনই গোসল করিয়া নামাজ আরম্ভ করিয়া দিবে। যদি গোসল করিলে কোন রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। খুব সাবধান! নামাজ ত্যাগ করিবেনা।

মসলা — যদি হায়েজ পূর্ণ ১০ দিন হইয়া সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে গোসল করিবার পূর্বে পবিত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গম করা জায়েজ। অবশ্য গোসল

করিবার পর সঙ্গম করা মুস্তাহাব। যদি ১০ দিনের কমে হায়েজ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে যতক্ষন পর্যন্ত গোসল না করিবে অথবা যে নামাজের অয়াক্তে পবিত্র হইয়াছে, যতক্ষন ঐ অয়াক্ত অতিক্রম না করিবে, ততক্ষন পর্যন্ত সঙ্গম করা জায়েজ হইবেনা।

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় তিলাওয়াতের সাজদাহ পর্যন্ত করা হারাম। ঐ অবস্থায় সাজদার আয়াত শ্রবণ করিলে সাজদাহ অয়াজিব হইবেনা।

মসলা — নারী রাতে শুইবার সময় পবিত্র ছিল। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া রক্ত দেখিতে পাইয়াছে। এমতাবস্থায় হায়েজ সকাল হইতে গন্য হইবে। রাত হইতে নয়। নারী হায়েজের অবস্থায় রাতে শুইয়া ছিল। সকালে ঘুম ভাঙিবার পর যদি লিঙ্গের ন্যাকড়াতে কোন প্রকার রক্তের নিদর্শন দেখিতে না পায়, তাহা হইলে রাত হইতে পবিত্র হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে এবং গোসল করিবার পর ঈশার নামাজ কাজা পড়িয়া নিবে।

মসলা — হায়েজ পূর্ণ ১০ দিনে এবং নিফাস পূর্ণ ৪০ দিনে শেষ হইয়া গিয়াছে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলিবার মত নামাজের সময় যদি বাকী থাকে, তাহা হইলে উহার উপর নামাজ ফরজ হইয়া যাইবে। গোসল করিবার পর নামাজ কাজা করিয়া নিবে। যদি হায়েজ ১০ দিনের কম এবং নিফাস ৪০ দিনের কমে বন্ধ হইয়া যায় এবং নামাজের সময় এতটুকু বাকী রহিয়াছে যে, শীঘ্র গোসল করতঃ কাপড় পরিধান করিয়া একবার 'আল্লাহু আকবার' বলিতে পারিবে, তাহা হইলে নামাজ ফরজ হইয়া যাইবে এবং কাজা আদায় করিতে হইবে। অন্যথায় নয়।

মসলা — পূর্ণ ১০ দিনে পবিত্র হইয়া গিয়াছে কিন্তু একবার 'আল্লাহু আকবার' বলিবার মত রাত বাকী নাই। তাহা হইলে ঐ দিনের রোজা উহার প্রতি অয়াজিব হইবে। যদি ১০ দিনের কমে পবিত্র হইয়া যায় এবং রাতের এত সময় বাকী রহিয়াছে যে, 'সুবহ সাদেক' অর্থাৎ ফজর হইবার পূর্বে গোসল করতঃ কাপড় পরিধান করিয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিতে পারিবে তাহা হইলে রোজা ফরজ হইয়া যাইবে। গোসল করিয়া নিলে উত্তম হইবে। অন্যথায় বিনা গোসলে রোজার নিয়ত করিয়া নিবে এবং সকালে গোসল করিবে। আর যদি এতটুকু সময় না থাকে, তাহা হইলে ঐ দিনের

pdf By Syed Mostafa Sakib

রোজা ফরজ হইবেনা। অবশ্য রোজাদারের ন্যায় থাকা অয়াজিব। অর্থাৎ পানাহার করা হারাম।

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় রমজান মাসে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে পানাহার করা উচিৎ নয়।

মসলা — প্রসবের সময় সন্তান এখন পর্যন্ত অর্ধেকের কম বাহির হইয়াছে এবং নামাজের সময় চলিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় যদি মনে হয় যে, অর্ধেকের বেশি বাহির হইবার পূর্বে নামাজের সময় শেষ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় যে ভাবে সম্ভব নামাজ পড়িয়া নিবে। যদি দাঁড়ান অবস্থায় রুকু ও সাজদাহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ইংগিতে নামাজ পড়িয়া নিবে। অজু করা সম্ভব না হইলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। ঐ অবস্থায় যদি নামাজ না পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে গোনাহগার হইয়া যাইবে।

নারী ঃ— তুমি ভাল করিয়া চিন্তা কর। তুমি জীবনে শত শত নামাজ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় অলসতা করিয়া ত্যাগ করিয়াছ। আজ পর্যন্ত কি কোন দিন সেই নামাজগুলি আদায় করিবার কথা ভাবিয়াছ?

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নারী যদি কোরয়ান শরীফ শিক্ষা দিতে চায়, তাহা হইলে এক নিঃশ্বাসে পুর্ণ একটি আয়াত পড়াইতে পারিবেনা বরং এই প্রকারে পড়াইবে — 'আল্হামদু' বলিয়া শ্বাস ছাড়িয়া দিবে। তার পর নতুন শ্বাস লইয়া 'লিল্লাহি' বলিয়া আবার শ্বাস ছাড়িয়া দিবে। তার পর নতুন শ্বাস লইয়া 'রব্বিল আ'লামীন' বলিবে। অবশ্য ঐ অবস্থায় কোরয়ান শরীফের শব্দগুলি বানান করাইয়া পড়াইলে কোন দোষ নাই।

মসলা — নারীর হায়েজ ও নিফাসের পূর্বে ও পরে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, উহাকে 'ইস্তোহাজা' বলা হয়। ইস্তেহাজার অবস্থায় নামাজ, রোজা মাফ নাই। স্বামীর সাথে সঙ্গম করা হারাম নয়। মসজিদ ও কাবা শরীফে প্রবেশ করিতে পারিবে। কাবার তওয়াফ ও কোরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিছু উপদেশ মনে রাখিবে

স্বরণ রাখিবে! স্বামী, স্ত্রীর সম্পর্কটি এমনই মজবুত যে, এই বন্ধনে সারাটি জীবন যাপন করিতে হইবে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকিলে, উহার থেকে বড় নিয়ামত আর কিছুই নাই। আল্লাহ না করেন! যদি স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হইয়া সম্পর্ক কোন প্রকার তিক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহার থেকে বড় মুসিবত আর কিছুই নাই। উভয়ের জীবন জাহান্নামের নমুনা হইয়া যাইবে। এই কারণে কিছু উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতেছি। যদি নারীরা এই গুলির প্রতি আমল করিয়া থাকে, তাহা হইলে সংসার অত্যন্ত সুখের ও অতি শান্তিময় জীবন হইবে।

(১) — প্রত্যেক নারী স্বামীর বাড়িতে পা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর অন্তর নিজের হাতে লইবে। তাহার ইঙ্গিতে উঠিবে ও বসিবে। যদি স্বামী সারাদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে অথবা সারা রাত্রি জাগিয়া পাখার হাওয়া করিতে বলে, তাহা মানিয়া লইতে হইবে। এই সামান্য কষ্ট মানিয়া লইলে আখিরাত মঙ্গলময় হইবে।

(২) — প্রথমে স্বামীর মেজাজ জিনিতে হইবে। স্বামী কোন জিনিষ, কোন কাজ, কোন কথা পছন্দ করিয়া থাকে এবং কোন্ কোন্ জিনিষে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, উঠিতে, বসিতে, খাইতে, পরিতে, কথাবার্তায় উহার স্বভাব কেমন, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া নেওয়ার পর প্রত্যেক কাজ স্বামীর ইচ্ছামত করিতে হইবে। তাহার ইচ্ছার বাহিরে কোনো কিছু করিবেনা।

(৩) — স্বামীর সম্মুখে কোনো সময় চিৎকার করিয়া কথা বলিবেনা। রাগ দেখাইবেনা। কড়া ভাষায় উত্তর দিবেনা। কাহারো নিকট তাহার নিন্দা করিবেনা। স্বামীর ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া কোনো জিনিষের দোষ বাহির করিবে না বা তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না। স্বামীর পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনকে সম্মানের নজরে দেখিবে ও তাহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করিবে। স্বামীর বাড়িতে নিজের পিতা মাতা ও ভাই ভাগিনীদের বেশি প্রশংসা করিবে না।

(৪) — শশুর ও শাশুড়ি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাদিগকে নিজের পিতা মাতা ধারণা করিয়া খিদমাত করিবে। ইহারা কোন অন্যায় বলিলেও প্রতিবাদ করিবেনা। স্বামীর ভাই বোনকে নিজের ভাই বোন মনে করিবে। কোন সময় ভিন্ন হইবার চেষ্টা করিবেনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) — স্বামীর উপার্জন অনুযায়ী খরচ করিবে। উপার্জন কম থাকিলে অল্পে সন্তুষ্ট হইবে। স্বামী যাহা কিছু আনিবে তাহা সন্তুষ্ট ভাবে গ্রহণ করিবে। উপার্জনের দিকে লক্ষ রাখিয়া কাপড়, গহনা ইত্যাদি চাহিবে। স্বামী কোন জিনিষ আনিলে তাহা পছন্দ না হইলে, খবরদার! কোন প্রকার রাগ করিবে না, মুখ ফুলাইবে না, দুঃখ প্রকাশ করিবে না। স্বামীর কোন জিনিষ অপছন্দ করিয়া ত্যাগ করিলে তাহার অন্তর ভাঙিয়া যাইবে। স্বামীর নিকট কোন জিনিষ বার বার চাহিবেনা, ইহাতে স্ত্রীর ওজন হাল্কা হইয়া যায়।

(৬) — যদি স্বামীর সংসারে অভাব আসে অথবা কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট হয়, তাহা হইলে কাহার নিকট উহা প্রকাশ করিবেনা। পিতা মাতার বাড়িতেও বলিবেনা। এই সমস্ত কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিলে স্বামী, শশুর ও শাশুড়ির অভক্তি আসিবে। নিজে কষ্ট সহ্য করিয়া স্বামী, শশুর ও শাশুড়ির খাওয়া পরার দিকে লক্ষ রাখিবে।

(৭) — সর্বদা স্বামীর সামনে আদবের সহিত থাকিবে। স্বামী যখনই বাহির থেকে বাড়িতে আসিবে তখনই সমস্ত কাজ ত্যাগ করিয়া তাহার সামনে আসিবে। বিদেশে কেমন ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিবে। অন্তর খুলিয়া কথা বলিবে। প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই মুহুর্তে এমন কথা বলিবে না বা এমন প্রশ্ন রাখিবেনা, যাহাতে তাহার মন খারাপ হইয়া যায়।

(৮) — স্ত্রীর কোন কথায় স্বামী রাগিয়া গেলে কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ থাকিবে। স্বামী অন্যায় করিয়া রাগ করিলেও স্ত্রী চুপ থাকিবে এবং তৎক্ষনাত নিজে বিনয়ীভাবে ক্ষমা চাহিবে ও কোন প্রকার খোশামদ করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া লইবে। স্বামীর নিকট ক্ষমা চাওয়া, ছোট হওয়া কোন লজ্জার বিষয় নয়। বরং ইহাতে অতি শীঘ্র স্বামী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যায়।

(৯) — সম্ভব মত নিজের শরীরকে যত্ন নিবে। ময়লা কাপড় ব্যবহার করিবে না। স্বামীর রুচি মত সুসজ্জিত থাকিয়া তাহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবে। কোন সময় উশকো খুশকো অবস্থায় থাকিবে না। ইহাতে স্বামীর অভক্তি আসিবে।

(১০) — যতক্ষন পর্যন্ত স্বামী, শশুর, শাশুড়ি ইত্যাদিরা না খাইবে ততক্ষন পর্যন্ত খাইবেনা। সবাইকে ঠিক মত পরিবেশন করিবার পর নিজে খাইবে। ইহাতে সবাই ভালো বাসিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১১) — স্বামীর বাড়িতে পৌঁছিয়া পূর্বেকার সমস্ত মন্দ স্বভাব গুলি ত্যাগ করিতে হইবে। সাধারণতঃ নারীদের স্বভাব হয় যে, কোন কথা তাহার বিপরীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাগিয়া উল্টাপাল্টা কাজ করিয়া থাকে। এই স্বভাবটি অত্যন্ত খারাপ। ইহাতে সংসারে অশান্তি আসে এবং ভবিষ্যতে খারাপ রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

(১২) — স্বামীর পূর্ব পক্ষের সন্তানাদি থাকিলে তাহাদ্গিকে নিজের সন্তানদিগের থেকেও ভাল বাসিতে হইবে। তাহা হইলে কোন দিন অশান্তি আসিবেনা। সবাই প্রশংসা করিবে। সবচাইতে বড় কথা হইল যে, আল্লাহর কাছে বড় পুরুষ্কার পাইবে।

(১৩) — শশুর বাড়িতে অত্যন্ত বেশি কথা বলিবে না, যাহাতে সবাই বিরক্ত হইয়া যায়। অত্যন্ত কম কথা বলিবেনা, ইহাতে অহংকার প্রকাশ পাইবে। যাহা কিছু বলিবে; খুব বুঝিয়া মিষ্ট ভাষায় বলিবে। কাহাকেও ঠেশ দিয়া কোন কথা বলিবেনা।

(১৪) — সাবধান! খুব সাবধান! চাচাত ভাই, মামাত ভাই, খালাত ভাই, ফুফাত ভাইদের সহিত সহজে কথা বলিবেনা। ইহাদের সহিত কথা বলা অত্যন্ত ক্ষতির কারণ। বিশেষ করিয়া স্বামীর নিষেধ থাকিলে মোটেই কথা বলিবেনা। পর পুরুষ বাড়িতে আসিলে মোটেই কথা বলিবে না। স্বামী অথবা কেহ বাড়িতে না থাকিলে বাচ্চাদের দ্বারায় প্রয়োজন মত কথা বলিয়া বিদায় করিতে হইবে। বিদেশি মানুষ হইলে বাহিরে রাখিয়া সম্ভব মত যত্ম নিতে হইবে।

(১৫) — সাধারণতঃ শশুর বাড়ির পরিবেশটা সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া থাকে। কারণ, নতুন জায়গা ও সমস্ত মানুষদের সহিত সম্পর্ক গড়িতে হয়। বলাইবাহুল্য, শশুর বাড়ি হইল একটি পরীক্ষার জায়গা। এখানে সবাই উহার উঠা, বসা, খাওয়া সর্ব দিকে লক্ষ করিবে। কোন কাজে ভূল হইলে সঙ্গে সঙ্গে ধরিবে। এই নতুন পরিবেশে আসিয়া অনেক ভূলভ্রান্তি হইয়া পড়িবে। তাহার জন্য শশুর, শাশুড়ি ইত্যাদিরা বড় ছোট বহুকিছু বলিবে। এই সময় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া চুপ থাকিতে হইবে। উপরের উপদেশ গুলি যদি কোন নারী পূর্ণভাবে মানিয়া চলে, তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ সবার প্রিয়া পাত্রী হইয়া সুখে শান্তিতে জীবন ধারন করিতে পারিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(সমাপ্ত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

— ঃ লেখকের কলমে প্রকাশিত ঃ —

(১) — মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম
(২) — কাঞ্জুল ঈমান (কুরয়ান শরীফের বিশুদ্ধ তরজমা)
(৩) — সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৪) — দুয়ায় মুস্তফা
(৫) — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(৬) — 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(৭) — সেই মহানায়ক কে?
(৮) — সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৯) —'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
(১০) — 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
(১১) — 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১২) — মাসায়েলে কুরবানী
(১৩) — হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৪) — নারীদের প্রতি এক কলম
(১৫) — সম্পাদকের তিন কলম
(১৬) — সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(১৭) —'সুন্নী কলম' পত্রিকা — তিনটি সংখ্যা!
(১৮) — তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্সালাম
(১৯) — নফল ও নিয়্যাত
(২০) — দাফনের পূর্বাপর
(২১) — 'আল্ মিস্বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২২) — বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৩) — ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ
(২৪) — ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(২৫) — তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য